Department of Bengali
Patna University
subject Bengali
CC-12 Unit-05
M.A , SEM -III
Teacher-Dr. Sagar Sarkar

Topic- Chaitanya Choritamrita

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" কাব্যের মধ্য লীলা অবলম্বনে মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী বর্ণনা করো।

চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যটি"। এই গ্রন্থের মধ্য লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ বর্ণিত হয়েছে ভক্ত শ্রেষ্ঠ মাধবপুরের কাহিনী। নীলাচল যাত্রা করে মহাপ্রভু এসে পড়েন রেমুন্যতে। এখানে এসে গোপিনাথের দর্শনে তৃপ্ত হন।যে গোপীনাথ এর নাম ক্ষীরচোরা হওয়ার কাহিনী মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ঈশ্বরের কাছে শুনেছিলেন। কথিত আছে মাধবেন্দ্র পুরী র জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই রেমুণ্য গ্রামে ভোগের ক্ষীর চুরি করেছিলেন। এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে মাধবেন্দ্র পুরী র চরিত্র কথা।

কাহিনীটি হলো এই যে একবার মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবন ভ্রমণ করতে আসেন। ভ্রমন করতে করতে গোবর্ধন পাহাড় দর্শন করার পর গোবিন্দকুন্ডে এসে স্নান করেন। সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেন। তারপর এক বালক এক বাটি দুধ এনে সেই গাছের তলায় নিয়ে এসে খেতে দেন। এই ছেলে রূপ দেখে মাধবেন্দ্র পুরী ক্ষুধা-তৃষ্ণা চলে যায় । মাধবেন্দ্র পুরী তাকে জিজ্ঞাসা করেন -

কে তুমি কাহা তোমার বাস ।
কেমতে জানিলে আমি করি উপবাস।।

বালক জানায় যে তার গ্রামে কেউ উপবাসে থাকে না ,কেউ অন্ন ভিক্ষা করে খায়, কেউবা দুগ্ধ পান করে। আর যে উপবাসী থাকে তাকে সে আহার যোগায়। যেসব মেয়েরা ঘাটে জল নিতে এসেছিল তারাই ঈশ্বরপুরীকে দেখেছিল এবং তারাই এই বালক কে দুধ দিয়ে পাঠিয়েছে। পরে এসে পত্র নিয়ে যাবার কথা বলে বালক চলে গেল।

দুধ পান করার পর পথ ক্লান্ত মাধবপুরের মাধবপুরের দূর হয় এবং তিনি শয়ন করেন। কিছুক্ষণ পর স্বপ্ন দেখেন যে সেই গোপ বালক তার হাত ধরে এক কুঞ্জে নিয়ে যায়। সেই গোপালক প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। স্বপ্নে মাধবেন্দ্রপুরীকে বলেন যে তার এক প্রিয় ভক্ত বজ্র মেলোচ্ছ দের ভয়ে তাকে শৈলর উপর থেকে নামিয়ে কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে। শীত, গ্রীস্ম ও বর্ষা তার বড় কষ্ট। বহুদিন ধরে আশা করে বসে আছেন যে তিনি তাঁকে উদ্ধার করবেন। এই কথা বলে বালক স্বপ্ন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পুরীর ঘুম ভেঙে যাবার পর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। শেষে তিনি গ্রামের সকল এর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপালের প্রস্তর মূর্ত্তি উদ্ধার করেন এবং মহা উল্লাসে পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে তা কে প্রতিষ্ঠা করেন।

এরকম ভাবে দুবছর কেটে যাওয়ার পর মাধবেন্দ্র পুরী আবার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের মধ্যে গোপাল এসে বলেন যে তার শরীরের তাপ কিছুতে শীতল হচ্ছে না। দেহ শীতল করার জন্য চন্দন ও কর্পূর এর প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন। এই চন্দন ও কর্পূর অন্য কোথাও থেকে না কেবল নীলাচল থেকেই আনতে হবে। স্বপ্নাদেশ ভাঙার পর মাধবেন্দ্র পুরী গোপালের ভার অন্যদের দিয়ে তিনি নীলাচলে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে যেতে যেতে এক আচার্য কে দীক্ষা দিলেন। রেমুণ্য নামক স্থানে গোপীনাথকে দর্শন করেন এবং গোপিনাথের পূজার আয়োজন দেখে মুগ্ধ হন। গোপিনাথের ভোগের জন্য এক ধরনের বিশেষ ক্ষীর লাগে যার নাম অমৃত কেলি। এটি পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই কথা শুনে তার মনে সেই ক্ষীর খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। কারণ স্বাদ জেনে নিবেদন করতেন গোবর্ধন গিরিধারী গোপাল কে। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী মুষ্টিভিক্ষা করতেন না, তাকে কেউ স্বেচ্ছায় কোন আহার্য দিলে তবে ই তিনি তা গ্রহণ করতেন।

অযাচিত বৃত্তিপুরী বিরক্ত উদপ।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।।

কিন্তু গোপীনাথ তার মনোস্কামনা পূর্ণ করলেন একবাটি ক্ষীর কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখে স্বপ্নে এসে সে পূজারীকে বলল হাটে মাধবেন্দ্র পুরী বসে আছে তাকে এই ক্ষীর দিয়ে আসতে। পূজারী সকালবেলা মাধবেন্দ্র পুরী কে খুঁজে ক্ষীর দিলেন এবং অসীম আনন্দে তিনি ক্ষীর গ্রহণ করলেন এবং ক্ষীর পাত্রটি খন্ড খন্ড করে বহিরবাসে বাঁধলেন। প্রত্যহ এক খন্ডাংশে তিনি খেতেন এবং প্রেমে বিভোর হতেন। লোকের ভিড়ের ভয়ে তিনি অন্তরের প্রণাম জানিয়ে নীলাচলে উদ্দেশ্যে রওনা হলেন গোপালের জন্য চন্দন ও করপুর আনতে এবং তা নিয়ে আবার রেমুণ্যতে ফিরলেন। গোপীনাথপুর প্রণাম করে সেই মন্দিরে শয়ণ করেন এবং রাত্রে আবার গোপাল স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন এ চন্দন করপুর বয়ে নিয়ে না এসে গোপিনাথের গায়ে লেপন করলেই গোপালের তাপ ক্ষয় হবে। কারণ যিনি গোপীনাথ তিনি গোপাল। এক দেহ এক প্রাণ । কাজেই গোপিনাথের গায়ে কর্পূর ও চন্দন লেপন করা হলো।

এইভাবে চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তি কথা বর্ণনা করে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-

শ্রদ্ধা যুক্ত হঙ্গআ ইহা শুনে যেইজন ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণের সেই পায় প্রেমধন।
অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিনত চিত্তে মাধবেন্দ্র পুরী চরিতকথা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিও ঘটে যাকে পাবার জন্য যুগে যুগে তপস্যা হয়েছে। সেই মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তিতে বিভোর হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে এমনি মধবেন্দ্র পুরীর ভক্তির গভীরতা।

এইভাবে আমরা দেখি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনবার ও বাস্তবে একবার মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণ দর্শন ঘটে। মহাপ্রভু যার কারণে বলেছেন- "**পুরি সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর**" তাই এই গ্রন্থে মাধবেন্দ্র পুরী চরিত্র মহাত্মজি জীবন্ত সৃষ্টি হৃদয়ের সঙ্গে স্মরণীয়।